100209 - জনকৈ ব্যক্তি এক দোকান থকেে কছিু পোশাক কনিছে;ে পরবর্তীতে জনেছেে যে, সখোনে চুরকিৃত জনিসি বক্রিি করা হয়

প্রশ্ন

আমি আমার এক বন্ধুর মালকিানাধীন দোকান থকেে কছিু পোশাক কনিছে।ি কনোর পর আমি উদঘাটন করছেি যে, সে চুরকিৃত জনিসিপত্র বক্রিি করে।ে আমি এখন জনেছেি যে, এই দোকান থকেে কছিু খরদি করা আমার জন্য হালাল হবে না। কন্তিু জানার আগে আমি যইে পোশাকগুলো খরদি করছেি সগেুলোর কি হবে?ে সগেুলো পরা কি হালাল হবে?ে

প্রয়ি উত্তর

আলহামদু লল্লিাহ।.

এক:

যদি প্রমাণতি হয় যে, এই দোকানটি চুরকিৃত জনিসিপত্র বক্রিি করে তাহলে এই দোকান থকেে ক্রয় করা জায়যে হবে না। কনেনা চুরকিৃত মাল চোররে মালকিানাধীন নয়। তাই চুরকিৃত মালে তার লনেদনে সঠকি নয়।

ফতোয়া বষিয়ক স্থায়ী কমটিকিে জজ্ঞিসে করা হয়ছেলি: “হারাজে (পুরাতন জনিসিরে মার্কটে) কখনও কখনও চুরকিৃত জনিসিপত্র আস।ে এর প্রমাণ পাওয়া যায় বক্রিতোর মধ্যে আতঙ্ক ফুটে উঠা থকেে কংিবা ভতেরে কি কি জনিসি আছে সগেুলো সে না-জানা থকেে কংিবা যন্ত্রটরি প্রকার ও চালানোর পদ্ধতি না-জানা থকেে কংিবা যে অল্পমূল্যে যন্ত্রটি বক্রিি করা হয়ছেে সটো থকেে কংিবা কোথায় থকেে ক্রয় করছেে সটো থকে।ে এ ধরণরে জনিসি ক্রয় করার হুকুম কী?

জবাবে তারা বলনে:

যদি কউে নশ্চিতি হয় যে, বক্রিরি জন্য পশেকৃত পণ্যটি চুরকিৃত কংিবা আত্মসাৎকৃত কংিবা যে ব্যক্তি বক্রিরি জন্য এটি পশে করছেে সে এর আইনানুগ মালকি নয় বা বক্রিরি জন্য নযিুক্ত প্রতনিধিিও নয়; তাহলে এমন পণ্য ক্রয় করা হারাম। যহেতেু এমন ক্রয়রে মধ্যে পাপ ও সীমালঙ্ঘনরে ক্ষত্রেে সহযোগতিা করা রয়ছেে এবং প্রকৃত মালকিরে হাত থকেে পণ্যটি বঞ্চতি করা রয়ছে।ে এবং যহেতেু এর মধ্যে মানুষরে ওপর জুলুম করা, অন্যায়রে পক্ষে সায় দয়ো এবং অন্যায়কারীর সাথে পাপে অংশগ্রহণ করা রয়ছে।ে অথচ আল্লাহ্ তাআলা বলনে: ‘সৎকর্ম ও আল্লাহভীততিে একে অন্যকে সাহায্য কর। পাপ ও সীমালঙ্ঘনরে ক্ষত্রেে একে অন্যকে সহায়তা করো না।’[সূরা আল-মায়দিা, আয়াত: ২]

পূর্বোক্ত আলোচনার আলোকে যে ব্যক্তি জানতে পারেন যে, এটি চুরিকৃত বা আত্মসাৎকৃত পণ্য তার উচিত যে ব্যক্তি এটি চুরি করেছে তাকে নম্রতা, কোমলতা ও প্রজ্ঞা দিয়ে নসিহত করা; যাতে করে সে চুরিকর্ম থেকে ফিরে আসে। যদি ফিরে না আসে এবং এই অপরাধে অব্যাহতভাবে লিপ্ত থাকে তাহলে যথাযথ কর্তৃপক্ষের কাছে তার বিরুদ্ধে অভিযোগ করা। যাতে করে অপরাধী তার অপরাধের উপযুক্ত সাজা পায় এবং হকদারকে তার হক ফিরিয়ে দেয়া যায়। এটি সৎকর্ম ও আল্লাহ্ভীতিতে পরস্পরকে সহযোগিতা করার অর্ন্তভুক্ত। কেননা এতে জালিমকে তার জুলুম থেকে প্রতিহতকরণ এবং জালিম ও মজলুম উভয়ের জন্য সহযোগিতা রয়েছে।[সমাপ্ত]

[ফাতাওয়াল লাজনাদ দায়িমা (১৩/৮১)]

দুই:

যে ব্যক্তি জেনেশুনে চুরির পণ্য কিনেছে তার কর্তব্য সেই পণ্যটি ফেরত দিয়ে তার অর্থ ফেরত নেয়া। যেহেতু ক্রয়বিক্রয় সঠিক হয়নি।

আর যে ব্যক্তি কিনে ফেলেছে; এরপর তার সন্দেহ হয়েছে যে, সেটি চুরিকৃত; কিন্তু সে নিশ্চিত হয়নি; সেই জিনিস ফেরত দেয়া তার উপর আবশ্যকীয় নয়। যেহেতু মূল বিধান হলো বেচাকেনা শুদ্ধ হওয়া।

আল্লাহই সর্বজ্ঞ।